নবিজির ﷺ ঘর-সংসার

লেখক : শায়খ সালেহ আহমাদ শামি

অনুবাদক
মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান
মাওলানা জাওয়াদ আহমাদ আজহারি

নিজদাহ
পাবলিকেশন

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি আমাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা যাকে অনুসরণ করতে পারি পূর্ণাঙ্গভাবে।

সাধারণত দুনিয়াতে যাদেরকে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, অনুসরণীয় ভাবা হয়, তাদের জীবনের সবকিছু আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা আছেই। সেই দিকগুলো তারা প্রকাশ করতে চায় না। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক আদর্শ, যার জীবনের প্রতিটি দিককেই চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করা যায় এবং যাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ মানা যায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে এ বিষয়টি ঘোষণা করে দিয়েছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[১]

একজন পুরুষের জন্য সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় হলো ঘরোয়া জীবন। বাইরের দুনিয়ায় সহজেই সে সবার চেয়ে সেরা মানুষ হতে পারে, কিন্তু পরিবারের কাছে সেরা হওয়া সহজ নয়। কারণ ঘরের মানুষজনের কাছে তার সবকিছুই প্রকাশ্য থাকে। তার চরিত্র, ওঠাবসা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদির আসল রূপ ঘরেই প্রকাশ পায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক এই জায়গাতেই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

> 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের লোকদের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।'[২]

---

১. সুরা আহজাব, আয়াত ২১

২. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৯৫

তাই আমাদের ঘরোয়া জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শায়খ সালেহ আহমাদ শামি তার এ গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন নিয়েই আলোচনা করেছেন।

- স্ত্রীদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
- যাদের একাধিক স্ত্রী রয়েছে তারা কীভাবে ইনসাফ রক্ষা করবে, কীভাবে তাদেরকে সামাল দেবে?
- স্ত্রীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবে?
- কীভাবে অবাধ্য স্ত্রীকে অনুগামী বানানো যাবে?

ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজিয়ে তুলেছেন এই গ্রন্থে।

পাশাপাশি একজন বাবা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, এমনকি নানা হিসেবেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন, কেমন ছিল পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তাঁর আচরণ এগুলোও বিস্তারিত রয়েছে এই গ্রন্থে।

সিরাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এটি আমার প্রথম কাজ। এটি গতানুগতিক কোনো সিরাতগ্রন্থ নয়, বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরোয়া জীবন, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ, ঘরোয়া পরিবেশ, উম্মুল মুমিনিনদের জীবনযাপন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন আপত্তির জবাব ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দিক এ গ্রন্থে উঠে এসেছে।

আমি বিশ্বাস করি, এ গ্রন্থে আপনারা এমন কিছু পাবেন, যা আগে কোথাও পড়েননি। এমন নতুন কিছুর স্বাদ পাবেন, যা আগে ভাবেননি। নবিজির সিরাতকে এক নতুন আঙ্গিকে উপলব্ধি করতে পারবেন এই কিতাবে, ইনশাআল্লাহ।

আমার প্রবল বাসনা ছিল, সিরাতের প্রথম কাজটা যেন স্মরণীয় হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এই চমৎকার কিতাবের কাজ আমাকে দিয়ে ওঠালেন। জীবনের প্রথম সিরাতের কাজ হিসেবে সাধ্যের সবটুকু দিয়েছি এতে। কোনো তাড়াহুড়ো করিনি। সময় দিয়েছি অনেক দীর্ঘ! বারবার দুআ করেছি, যেন এই কিতাব আমাকে কিয়ামতের দিন আমার সাইয়েদ, আমার আঁকা[৩], আমার মাখদুম,

---

৩. আঁকা : মনিব।

সূচিপত্র

ভূমিকা **১৫**

প্রথম অধ্যায়

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী ১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত স্ত্রীগণ **২১**

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. ২২

উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতে জামআহ রাযি. ৩৫

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাযি. ৩৯

তাঁর বদান্যতা ৫৩

আয়েশা রাযি.-এর ফজিলত ৫৫

উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতে উমর রাযি. ৫৮

উম্মুল মুমিনিন জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাযি. ৬১

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া রাযি. ৬২

উম্মে সালামা রাযি.-এর ফজিলত ৬৮

উম্মুল মুমিনিন জায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. ৭১

উম্মুল মুমিনিন জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাযি. ৮৬

রাসুলগৃহে আগমন ৮৮

উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাযি. ৮৯
উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রাযি. ৯২
উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা বিনতে হারিস রাযি. ৯৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই বাঁদি ৯৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরবাড়ি ১০১
উম্মুল মুমিনিনদের ঘরের আসবাবপত্র ১০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবি-পরিবারের জীবনযাপন ১১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিবাহ ১১৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহুবিবাহ ১২২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম ১২৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনসাফ ১৩৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঘরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ১৪৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের কাজ : ১৪৪
পরিবার-পরিজনের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আচরণ ও দয়া ১৪৭
কখনো রাগের ঝলক ১৫৫
স্ত্রীদের সাথে রাগ করার আরও কিছু মুহূর্ত ১৬২
উক্ত ঘটনায় পাঠকের জন্য কিছু লক্ষণীয় বিষয় ১৬৩
প্রত্যেকের ঘরের জন্য স্বতন্ত্র স্বকীয়তা ১৬৪
নবিজির হাস্যরস ১৬৬
স্বামীর ভূমিকা পালনে তিনি ছিলেন একজন ‘মানুষ’ ১৭১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের গায়ে কখনো হাত তোলেননি ১৭৫
পরিশিষ্ট ১৮৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ১৮৯

নবম পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে নারীসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ ১৯৬
এ ঘটনাসমূহ থেকে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষণীয় ১৯৮

দশম পরিচ্ছেদ

জনকল্যাণমূলক কাজে উম্মুল মুমিনিনদের অংশগ্রহণ ২০২

একাদশ পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনিনদের ব্যক্তিগত শুদ্ধতা ও পবিত্রতা ২০৬
ইফকের ঘটনা নিয়ে একটি সংশয়ের নিরসন ২১৭
সতিন হওয়া সত্ত্বেও একজন মুসলিম নারীর মাঝে যেমন সততা থাকা চাই ২১৮
নবি-পরিবারের পবিত্রতা-সংক্রান্ত আরও কিছু বর্ণনা ২১৯
একটি প্রশ্নের নিরসন ২২০
এ প্রশ্নের উত্তর ২২০
পরিশিষ্ট ২২১

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনিনদের অন্য কিছু গুণ ২২৩

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কুরআনের শাসনপদ্ধতি ও আনুগত্যশীলদের জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা ২২৭
একটি ঘটনা একটি শিক্ষা ২২৭
আমাদের জন্য শিক্ষা ২২৯
উম্মুল মুমিনিনদের জন্য কুরআনে এই নির্দেশনা আসার কিছু বাস্তব কারণ ২৩১

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনিনদের যথার্থ সম্মানপ্রদর্শন অত্যাবশ্যকীয় ২৩৯
প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ২৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মাদ (ﷺ) : একজন স্নেহশীল বাবা ২৪২

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান-সন্ততি ২৪৩
কাসেম ২৪৩
আবদুল্লাহ ২৪৪
জায়নাব রাযি. ২৪৪
রুকাইয়া ২৫০
উম্মে কুলসুম ২৫১
ফাতেমা রাযি. ২৫২
সন্তান-সন্ততি ২৫৭
ইবরাহিম ২৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন স্নেহশীল বাবা হিসেবে যেমন ছিলেন আমাদের নবি ২৬০
ছেলে ও মেয়েসন্তানের মাঝে কোনো ভেদাভেদ না করা ২৬৬
কন্যাদের জন্য উপযুক্ত স্বামী নির্বাচন ২৬৮
বিয়ের পরও মেয়েদের খোঁজখবর ও খেয়াল রাখা ২৬৯
সন্তানদের মাঝে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা ২৭২
সন্তান বড় হয়ে গেলে তাকে সম্মান করা ২৭৪

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক জীবনে নববি আদর্শকে কেন আমরা আঁকড়ে ধরব ২৭৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘরের সদস্যদের সাথে যেমন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ২৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নববি আদর্শ অনুসরণে উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ২৮০
হজরত উমর রাযি. ২৮১
উমর রাযি.-এর আরও কিছু ঘটনা ২৮৯
হজরত উসমান রাযি. ২৯২
হজরত আলি রাযি. ২৯২
উমর বিন আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ ২৯৪
জিনকি-আইয়ুবি যুগেও খেলাফতে রাশেদার ঝলক ২৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য ও কষ্টের জীবন গ্রহণে একটি ভুল ৩০০

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। সর্বোত্তম সালাম ও পরিপূর্ণ দুরুদ বর্ষিত হোক আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত জানা প্রত্যেক মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্য। কারণ এর মাধ্যমে আমরা সেই একনিষ্ঠ ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারব, যেটিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সন্তুষ্টির ধর্ম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও বক্তব্য যে ধর্মের প্রত্যেকটি বিষয়ের বিবরণী। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

> ‘রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং তোমাদের যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো।’[৪]

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

> ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।’[৫]

---

৪. সুরা হাশর, আয়াত ৭

৫. সুরা আহজাব, আয়াত ২১

যুগে যুগে সিরাতগ্রন্থগুলো এ সমস্ত তথ্য উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করে এসেছে। এ গ্রন্থটি সে ধারাবাহিকতারই একটি অংশবিশেষ।

সিরাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন। কারণ এ অধ্যায়ের মাধ্যমেই পাঠক জানতে পারে, কেমন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের জীবন-পদ্ধতি। এটি পাঠকদের পারিবারিক জীবনে নববি আদর্শ গ্রহণে সহায়তা করে।

সিরাতগ্রন্থগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ের বর্ণনাগুলো উঠে এসেছে। কিন্তু এ-সংক্রান্ত সকল বর্ণনা এক স্থানে একত্রিত ছিল না। তাই এ কাজটি করা খুবই প্রয়োজন ছিল। আর এ কাজটি সত্যিই বেশ উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য উম্মতের প্রয়োজন পূরণার্থে আমি 'মিন মায়িনিশ শামায়েল' গ্রন্থ থেকে এ-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো বেছে বেছে এ কিতাবে উল্লেখ করেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনযাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ এ গ্রন্থে আমি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। যেন তা সম্পর্কে জানা ও তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা পাঠকদের জন্য সহজ হয়।

এ বইয়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন। পরিবার-জীবন মানুষের একান্ত গোপনীয় একটি বিষয়। একজনের পারিবারিক ব্যাপার অন্য কেউ জানুক, সেগুলো নিয়ে তদারকি করুক কিংবা হস্তক্ষেপ করুক, তা কেউ পছন্দ করবে না। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ তার পরিবার-জীবনে বাহ্যিক পর্দা কিংবা দরজা-জানালার অনুপস্থিতি ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর পরিবারের জীবন-পদ্ধতি, পানাহার, ঘুম ও স্ত্রীদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণনীতি, সবকিছুই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেত।

কারণ আল্লাহ তাআলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জন্য অনুসরণীয় বানিয়েছেন। তাই জীবনের অন্যতম একটি অধ্যায় অর্থাৎ পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানাও উম্মতের জন্য বেশ জরুরি বিষয়। এ গুরুদায়িত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছেন, যা শুনেছেন বা তার থেকে যেমন আচার-

ব্যবহার পেয়েছেন, সবকিছুর যথার্থ বিবরণ তারা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যে সাহাবিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি নৈকট্যভাজন ছিলেন বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসা-যাওয়া করতেন, তারাও পরিবার-বিষয়ক এ সমস্ত বর্ণনা উম্মতের কাছে প্রদান করে গেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হজরত উমর, আলি ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে রহমতের অন্যতম এক নিদর্শন হলো, তাদের জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা তাদের পারিবারিক জীবনকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়কে তিনটি মৌলিক অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

এক. একজন আদর্শ স্বামী হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন।

দুই. একজন স্নেহশীল বাবা হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন।

তিন. পারিবারিক জীবনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন অনুসরণীয়।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমি সবিনয় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এই কাজসহ অন্যান্য খেদমতকে একনিষ্ঠতার সাথে কবুল করে নেন। তিনিই সর্বশ্রোতা ও বান্দার ডাকে সাড়াদানকারী। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

সালেহ আহমাদ শামি
রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হিজরি
২০ এপ্রিল ২০০৪ ঈসায়ী

প্রথম অধ্যায়
তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী

এই পরিচ্ছেদে আমরা উম্মুল মুমিনিনদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করব। তবে মূল কথা শুরু করার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু বিষয় আলোচনা করা দরকার।

এর মধ্যে রয়েছে উম্মুল মুমিনিনদের পরিচয়পর্ব। এখন সর্বপ্রথম প্রত্যেক উম্মুল মুমিনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কেন বিয়ে করেছিলেন, সেই কারণটিও এখানে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাশাপাশি উম্মুল মুমিনিনদের বাসস্থানের অবস্থাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বাড়িতে উম্মুল মুমিনিনদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কারণ কাঙ্ক্ষিত বিষয় বোঝার জন্য এগুলো জানাও প্রয়োজন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত স্ত্রীগণ

নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত মানব। তিনি আদম সন্তানের সর্দার। আল্লাহ তাআলার কাছে সম্মান ও নৈকট্যের দিক দিয়ে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি।

তাঁর কারণেই তাঁর স্ত্রীগণ হয়েছেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের মান-মর্যাদা এবং তাদেরকে বানিয়েছেন সমস্ত মুমিনের 'মা'। আর এ কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমেও ঘোষণা করেছেন স্পষ্টভাবে :

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ

> 'নবি মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।'[৬]

বিখ্যাত তাফসিরবিদ আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নবিজির স্ত্রীগণ সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মুমিনদের মা। তাই স্বাভাবিক মা-সন্তানমূলক আচরণ তাঁদের সাথে জায়েজ নেই।

সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী উম্মুল মুমিনিন ছিলেন ১১ জন।

ছয়জন ছিলেন আরবের কুরাইশ বংশীয় : হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি., আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রাযি., হাফসা বিনতে উমর ইবনুল

---

৬. সুরা আহজাব, আয়াত ৬

খাত্তাব রাযি., উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাযি., উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া রাযি. ও সাওদাহ বিনতে জামআহ রাযি.।

চারজন ছিলেন আরবের অন্যান্য বংশীয় : হজরত জায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি., মাইমুনা বিনতে হারিস রাযি., জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাযি. ও জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাযি.।

একজন ছিলেন ইসরাইল বংশীয় : সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রাযি.।[৭]

স্ত্রীদের মধ্যে দুইজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন—হজরত খাদিজা ও জায়নাব বিনতে খুজাইমা রাযি.। আর বাকি নয়জন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ইন্তেকাল করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল একজন কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি হলেন হজরত আয়েশা রাযি. (বাকি সব স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন বিধবা অবস্থায়)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন বাঁদিও ছিলেন। একজন তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। অপরজন তাঁর ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের ধারাবাহিকতা হিসেবে প্রত্যেক স্ত্রীর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

১. উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি.

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী নারী। তিনি কখনো কখনো ব্যবসা পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে লোক নিয়োগ করতেন। আবার কখনো কাউকে পুঁজি দিয়ে শ্রমের বিনিময়ে নিজের সাথে ব্যবসায় শরিক করতেন। উপরন্তু কুরাইশরা ছিল পুরোদস্তুর একটি ব্যবসায়ী জাতি।

খাদিজা রাযি. যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা, আমানতদারিতা ও উচ্চ আখলাকের কথা জানতে পারেন, তখন তাঁকে ডেকে

৭. তিনি বনি নাজির বংশীয় ছিলেন।

নিয়ে ব্যবসার জন্য সিরিয়া সফরের প্রস্তাব দেন। বিনিময়ে অন্য ব্যবসায়ীদের যা পারিশ্রমিক দিতেন, তার চেয়েও বেশি দেওয়ার আকর্ষণীয় প্রস্তাব দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন এবং খাদিজা রাযি.-এর গোলাম মাইসারাকে সাথে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা দেন।[৮]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আবু তালেব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভাতিজা, আমি সহায়-সম্বলহীন একজন মানুষ। আমাদের সময়কাল এখন তেমন ভালো যাচ্ছে না। বেশ অভাবে ভুগছি আমরা। এদিকে আমার কোনো স্থাবর সম্পত্তিও নেই, কোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই। শুনলাম, কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা শামের দিকে যাচ্ছে। এদিকে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এমন কাউকে খুঁজছে, যে তার ব্যবসার পণ্য নিয়ে শামে গিয়ে ব্যবসা করবে। তুমি যদি তার কাছে যাও, তাহলে সে অন্যদের তুলনায় তোমাকেই এই কাজে প্রাধান্য দেবে। কারণ সে তোমার ব্যাপারে আগেই খোঁজখবর নিয়ে রেখেছে। যদিও আমি চাই না যে, তুমি শামে ব্যবসা করতে যাও। কারণ সেখানকার ইহুদিরা তোমার ক্ষতি করে বসে কি-না, বড্ড ভয় হয় আমার। কিন্তু এখন তো এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখছি না।'

এই উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং উভয় বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, খাদিজা রাযি. নিজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

তাঁরা উভয়েই এই সাক্ষাৎ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ খাদিজা রাযি. নিজের ব্যবসায়িক পণ্য তুলে দিতে পেরেছেন একজন আমানতদার ব্যক্তির হাতে আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ব্যবসার মাধ্যমে কিছু কামাই-রোজগারের সুযোগ পেলেন, যা দিয়ে তিনি চাচা আবু তালেবের এই আর্থিক দুর্দশায় সহযোগিতা করতে পারবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইসারার সাথে পথ চলতে চলতে বুসরার বাজারে পৌঁছলেন। সেখানে ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করে মক্কায় বিক্রির উপযোগী কিছু পণ্যও ক্রয় করে নিলেন।

---

৮. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৮৮

উম্মুল মুমিনিনদের ঘরের আসবাবপত্র

আয়েশা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ও বালিশ ছিল চামড়ার তৈরি, তার ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ।[১২৩]

আদি ইবনে হাতেম রাযি. তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর ঘর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর ঘরে চামড়ার তৈরি খেজুরের আঁশ দ্বারা পূর্ণ একটি বালিশ দেখতে পেলাম। তিনি বালিশটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটার ওপর বসো। আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ করলে তিনি আমাকেই বসতে বলেন। এরপর আমি তাতে বসলে তিনি মাটিতে বসে পড়েন।[১২৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর স্ত্রীদের ওপর অভিমান করে দূরে এক জায়গায় একটি উঁচু মাচার ওপর এক মাস অবস্থান করেছিলেন। তখন উমর রাযি. তাঁর সাক্ষাতে গেলে যা দেখতে পেলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন, চাটাই ও তাঁর পিঠের মাঝে আর কোনো কাপড়ই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার তৈরি একটি বালিশ। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের একপাশে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললাম।[১২৫]

এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারাই বোঝা যায়, দোজাহানের বাদশাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের আসবাব কেমন ছিল।

কেউ কেউ বলে থাকে, এটা তেমন কোনো বিষয় না। তখনকার যুগে সবার ঘরই এমন সাদাসিধা ছিল। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের অন্য সাধারণ লোকদের মতোই জীবনযাপন করতেন।

তাদের কথার জবাব হলো, ঘরের আসবাব এতটা সাদাসিধা হওয়া যদি সে যুগে সাধারণ ব্যাপার হতো, তাহলে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং সাহাবিদের সন্তানদের মতো বড় বড় ব্যক্তিগণ এই ঘরগুলো রেখে দেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতেন না। এজন্য কাঁদতেন না।

---

১২৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৪৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২০৮২

১২৪. সিরাতে ইবনে হিশাম, ২/৫৮০

১২৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৯১৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৭৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদেরকে তা পান করতে দিতেন।[১৩৪]

আয়েশা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত কখনোই দিনে দু-বার রুটি আর জায়তুন তেল দিয়ে পেট ভরে খেতে পারেননি।[১৩৫]

নুমান রহ. বলেন, উমর রাযি. বলেছেন, মানুষ কী পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করেছে! অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থাকতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না, যার মাধ্যমে পেট পূর্ণ করবেন।[১৩৬]

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাঁদের জন্য রাতের খাবার জুটত না। বেশিরভাগ সময় যবের রুটিই ছিল তাঁদের খাদ্য।[১৩৭]

আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, একবার তিনি যবের আটা ও পুরোনো গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাবি বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, মদিনায় অবস্থানকালে তাঁর বর্ম জনৈক ইহুদির নিকট বন্ধক রেখে তিনি নিজ পরিবারের জন্য তার থেকে যব খরিদ করেন। [রাবি কাতাদা রহ. বলেন] আমি তাঁকে [আনাস রাযি.-কে] বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কাছে এক সা[১৩৮] পরিমাণ গম বা এক সা পরিমাণ আটাও থাকত না, অথচ সে সময় তাঁর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন।[১৩৯]

---

১৩৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৫৬৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৭২

১৩৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৭৪

১৩৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৭৮

১৩৭. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৬০;সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৩৪৭

১৩৮. মাঝারি দেহের অধিকারী মানুষের হাতের চার আজলা এক সা হয়। (অর্থাৎ দুই হাতের কব্জি একত্র করে চারবার ওঠালে যে পরিমাণ খাবার ওঠে তাই এক সা।) আরবিতে صاع সা নির্দিষ্ট পরিমাপের একটি পাত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দানা-জাতীয় শস্য মাপা হয়। একাধিক শস্য যদি এক সা এক সা করে মেপে কিলোগ্রাম দিয়ে ওজন করা হয়, তাহলে এক শস্যের ওজন অপর শস্যের ওজন থেকে কম-বেশি হবে। সুতরাং বোঝা গেল, সা ওজন-জাতীয় পরিমাপ না, বরং আয়তন-জাতীয় পরিমাপ। - সম্পাদক

১৩৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১৪৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম

উমর রাযি. বলেন, ইসলামের ঐক্যের বাঁধন তখনই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, যখন তাতে এমন লোকদের অনুপ্রবেশ ঘটবে, যারা জাহেলি যুগের রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে অজ্ঞ।[১৪৮]

উমর রাযি.-এর উল্লিখিত উক্তিটি এখানে উপস্থিত করার কারণ হচ্ছে, একজন মহিলাকে ইসলাম কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং জাহেলি যুগ তাকে কতটুকু অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার বৃত্তে বন্দি করে রেখেছিল, তা যেন অনুধাবন করা যায়।

উমর রাযি. বলেন, জাহেলি যুগে নারীজাতি আমাদের কাছে মূল্যায়নের কোনো বস্তু ছিল না। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব হলো। আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদার ব্যাপারে কুরআনে কারিমে আয়াত নাজিল করলেন। তাদেরকে তাদের যথার্থ প্রাপ্য প্রদান করলেন।[১৪৯]

উল্লিখিত উক্তিটি শব্দগতভাবে খুবই সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য। কিন্তু এর মর্মবাণী বেশ বিস্তৃত।

দ্ব্যর্থহীন অর্থসমৃদ্ধ এই উক্তি আমাদের কাছে এ মর্ম উপস্থাপন করছে যে, ইসলাম নারীকে নিয়ে গেছে মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায়। আল্লাহর আদেশ ও বিধি-নিষেধ পালনে একজন পুরুষকে ইসলাম যেভাবে সম্বোধন করেছে, একজন নারীকেও সেভাবে সম্বোধন করেছে। ইসলাম পুরুষের ওপর ফরজ করেছে মা হিসেবে

---

১৪৮. মিফতাহু দারিস সাআদাহ লি ইবনিল কায়্যিম, ২/২৮৮

১৪৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৯১৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৭৯

নারীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে, স্ত্রী হিসেবে নারীকে ভালোবাসতে ও সম্মান করতে এবং বোন ও মেয়ে হিসেবে নারীকে সহমর্মিতার চাদরে আবৃত করে রাখতে। নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের দুর্ব্যবহার ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলাম একজন নারীকে দিয়েছে (সত্য) কথা বলার স্বাধীনতা, স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা। জাহেলি যুগে একজন নারী ছিল সম্পত্তির অংশবিশেষ। নারীকে প্রয়াত পিতার সম্পদের অংশ দেওয়া তো দূরের কথা, উলটো নারী নিজেই ছিল মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ। সেই লাঞ্ছনাকর অধ্যায় থেকে নারীকে মুক্ত করে ইসলাম তাকে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বানিয়েছে। মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলার মতো নিষ্ঠুরতম বর্বরতা থেকে তাকে রক্ষা করেছে।

ইসলাম নারীর জন্য ধর্ম, ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে বহু অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাকে আপন অবস্থায় ততটুকু মর্যাদায় সমাসীন করেছে, যতটুকু মর্যাদা প্রদান করেছে একজন পুরুষকে।

ইসলামী শাসনামলে নারীদের ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারিম ও সুন্নতে নববির আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

'শুধু কথা নয়, বাস্তবায়ন করতে হবে নারীর অধিকার'—এর জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আলাদাভাবে একজন মায়ের, একজন স্ত্রীর, একজন বোন ও মেয়ের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারের বিষয়টি যেহেতু এখানে প্রাসঙ্গিক, তাই আমরা এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উক্তি নিম্নে তুলে ধরছি :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর কাছে শ্রেষ্ঠ। আমি আমার স্ত্রীদের কাছে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।[১৫০]

এই উক্তিটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন শব্দে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

---

১৫০. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৯৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৯৭৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঘরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের কাজ :

আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের সহায়তা করতেন। আর নামাজের সময় এলে নামাজে চলে যেতেন।[১৭৫]

আয়েশা রাযি.-এর এই হাদিসটি হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরোয়া জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র। ইমাম বুখারি রহ.-এর উস্তাদ আদম ইবনে ইলইয়াস রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন।

তিনি কী কী কাজ করতেন এর কিছু উদাহরণ অন্য হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায়।

উরওয়া রহ. বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী কাজ করতেন? আয়েশা রাযি. বলেন, তিনি নিজের জুতা মেরামত করতেন এবং একজন পুরুষ ঘরে যেসব কাজ করে তিনিও সেসব কাজ করতেন।[১৭৬]

---

১৭৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৭৬

১৭৬. ইমাম বুখারি রহ., আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৫৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান-সন্ততি

ইবনে কাসির রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সন্তান ছাড়া বাকি সবার মা ছিলেন হজরত খাদিজা রাযি.। সে সন্তানের নাম ইবরাহিম। তার মা হলেন মারিয়া বিনতে শামউন আল-কিবতিয়্যাহ রাযি.।[২৮৮]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, সন্তানের মধ্যে সবার বড় হচ্ছে কাসেম, তারপর যথাক্রমে জায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা ও আবদুল্লাহ। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হচ্ছেন ইবরাহিম, যার জন্ম হয়েছিল মদিনায় আগমনের পর।[২৮৯]

কাসেম

নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবিজির সর্বপ্রথম যে সন্তান জন্ম নেন, তার নাম কাসেম। যার প্রতি নিসবত করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আবুল কাসেম' উপাধিতে ডাকা হয়। তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কাসেম সতেরো মাস জীবিত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার ইন্তেকাল হয়।

---

২৮৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩০৬-৩০৭

২৮৯. জাদুল মাআদ, ১/১০৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘরের সদস্যদের সাথে যেমন ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের ব্যাপ্তি ছিল সঠিক আচারবিধি-সংবলিত এক সুবিশাল ক্ষেত্র। ফলে তা থেকে সমাজের যেকোনো মুসলমানের জন্য জীবনের যেকোনো অংশে আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের অনন্ত সুযোগ রয়েছে।

যদি কারও একজন স্ত্রী থাকে, তখন তার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আম্মাজান হজরত খাদিজা রাযি.-এর বৈবাহিক জীবনকাল হচ্ছে জীবন চলার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তার স্ত্রীর সাথে আচরণ করতেন। তিনি তার থেকে বয়সে বেশ বড় ছিলেন, তবুও তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করেননি।

আর যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তাহলে নবিজির বাকি জিন্দেগি তার জন্য অনুপম এক দৃষ্টান্ত। কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করেছেন, কীভাবে সতিনদের পারস্পরিক অযাচিত আচরণে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং কীভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ সবক দিয়েছেন, তা তাদের জন্য একান্ত অনুসরণীয়।

সন্তান যদি শিশুকালে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে, তাহলে একজন বাবা-মায়ের কীভাবে ধৈর্যধারণ করতে হবে, সেই সান্ত্বনাটুকু আমরা লাভ করতে পারি নবিজির সিরাতের অবারিত ঝরনাধারায়।

এই মুবারক নববি অধ্যায়ে আমাদের আরও শিক্ষা রয়েছে যে, কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণে আশঙ্কাগ্রস্ত না হয়ে খুশি হওয়া উচিত। তাদেরকে আদর-যত্নে গড়ে তোলা উচিত। তাদের যথেষ্ট খেয়াল রাখা উচিত ও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। যেমনটি করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা ও তার অন্য কন্যাদের সাথে।

যখন স্ত্রীর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তখন মৃত্যুর পরও তার সাথে কীভাবে সদাচরণ বজায় রাখতে হয়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সিরাতে নববি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তার প্রয়াত স্ত্রী খাদিজা রাযি.-এর গুণগান করতেন। তার স্বজন যারা ছিলেন, তাদের সাথে খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতেন।

যদি কোনো যৌক্তিক কারণেও তার রাগ চলে আসত, তখনো তিনি কারও গায়ে হাত তুলতেন না। আয়েশা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো স্ত্রীর গায়ে, এমনকি কোনো খাদেমের গায়েও হাত তোলেননি।

পারিবারিক জীবনে অভাব-অনটন আসতেই পারে। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতেই পারে। সে ক্ষেত্রে কীভাবে ধৈর্যধারণ করতে হয়, এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমাদের অনেকেই বেশ সম্পদশালী হয়ে থাকে। বড় বড় দালান-কোঠা, বাড়িঘর ও সমূহ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। সম্পদের মোহ আমাদের মাঝে আত্ম-অহমিকা ও অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মনোভাব জাগিয়ে দেয়। এমন মানুষদের জন্য উচিত সিরাতের এ অংশটুকু অধ্যয়ন করা, যেখানে বর্ণিত হয়েছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের স্ত্রীগণ ছোট ছোট কামরায় বসবাস করতেন, যা একসাথে সারিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ঘরে পর্যাপ্ত জায়গাও ছিল না। তবুও তারা হাসিমুখে ও আনন্দের সাথে জীবনযাপন করে গেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে যখন দেখতেন, ঘরে অনেক কাজ জমে গেছে। স্ত্রীরা সব কাজ একা শেষ করতে পারছেন না। তখন তিনি নিজেই তাদের সহায়তায় নেমে যেতেন।